



## 27662 - গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত

### প্রশ্ন

জনকৈ পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়াঝাটরি এক পর্যায়ে স্ত্রীকে বলল: 'তাকে তালাক'। তখন স্ত্রী তাকে গালি দিলি। গালি খয়ে স্বামী তার পটে লাথি মারল ও ধাক্কা দিলি। এতে করে স্ত্রী সর্দি থেকে পড়ে গলে এবং পাঁচ মাসের সন্তান প্রসব করে দিলি। পরবর্তীতে স্বামী অনুতপ্ত হল এবং শশুর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীকে ফরিয়তে আনতে চাইল। ঐ মহিলার বাবা আমার সাথে পরামর্শ করলে আমি তাকে বললাম: আমি আপনার জিজ্ঞাসার ব্যাপারে কোন একজন আলমেককে ফতোয়া জিজ্ঞাসে করব। কনেনা হতে পারে গর্ভস্থতি সন্তান প্রসব হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে হুকুম কি হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণের ইজমা (সর্বসম্মত অভিমত) হচ্ছে- গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত হচ্ছে- সন্তান প্রসব। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: "আর গর্ভবতীদের ইদ্দত হল তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।"[সূরা তালাক, আয়াত: ৪]

আলমেগণ এ মর্মেতে ইজমা করছেন যে, যদি কোন নারী এমন কিছু প্রসব করে যার আকৃতি মানুষের আকৃতি বুঝা যায় এর দ্বারাও সে নারীর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।[আল-মুগনি (১১/২২৯)] গর্ভস্থতি ভ্রূণের আকৃতি গঠন শুরু হয় ৮০ দিন অতবাহিত হওয়ার পর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রূণের বয়স ৯০ দিন পূর্ণ হলে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যে নারী তার পাঁচ মাসের ভ্রূণ প্রসব করছেন সকল আলমেরে মতানুযায়ী তার ইদ্দত শেষ। সুতরাং ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার স্বামী তাকে আর ফরিয়তে নেয়ার অধিকার রাখেন না।

কিন্তু, স্বামী যদি চান তাহলে নতুন একটি আকদ (বয়িরে চুক্তি) করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মহিলার সম্মতি, অভিবাবকরে উপস্থিতি, দুইজন সাক্ষী ও মোহরানা নরিধারণ করতে হবে।

আর অপরপিক্ক ভ্রূণ নষ্ট করার কারণ হওয়ার প্রক্ষেপিতে এই পুরুষের উপর দুইটি বিষয় আবশ্যিক হবে:

এক: ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা আবশ্যিক। আর তা হল- একজন মুনি দাস আযাদ করা। যদি দাস না পাওয়া যায় তাহলে লাগাতর দুইমাস রোযা রাখা। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: "কউ যদি কোন ঈমানদার লোককে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে



তাকে একজন ঈমানদার দাস মুক্ত করতে হবে এবং নহিতরে পরবিারককে রক্তমূল্য পরশিোধ করতে হবে, তবে তারা মাফ করে দলিে ভন্নি কথা"। এরপর তন্নি বলনে: "যে তা পাবে না তাকে আল্লাহ্ৰ কাছ থেকে পাপমুক্তি কামনায় অবরিম দুই মাস রযো রাখতে হবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞনী, প্ৰজ্ঞময়।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৯২]

দুই: ভ্ৰূণে রক্তমূল্য (মায়ের রক্তমূল্যে ১০ ভাগে একভাগ। মুসলমি নারীর রক্তমূল্য হচ্ছ ৫০টি উট। বর্তমানে সৌদি রিয়ালে এর মূল ধরা হয় ৬০ হাজার রিয়াল) পরশিোধ করতে হবে। তাই পতির উপর আবশ্যক হল ৬ হাজার রিয়াল কথিা এর সমপরমিাণ অন্য মুদ্রা এই ভ্ৰূণে ওয়ারসিগণকে পরশিোধ করা। ওয়ারসিগণে মাঝে এই অর্থ এমনভাবে বণ্টন করা হবে যনে এই ভ্ৰূণ তাদেরকে রেখে মারা গছে। পতি এই অর্থ থেকে কোন কিছু পাবে না। কনেনা কোন হত্যাকারী নহিতরে সম্পত্তরি ওয়ারশি হয় না। ইবনে কুদামা বলনে: "যদি ভ্ৰূণ হত্যাকারী অপরাধীটি পতি হয় কথিা ভ্ৰূণে ওয়ারশিদে মধ্য থেকে অন্য কটে হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর গুর্রাহ (একটি দাস কথিা দাসী আযাদ করা। যার মূল্য হচ্ছ- পাঁচটি উট। ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৬ হাজার সৌদি রিয়াল) আবশ্যক হবে। সে ব্যক্তি এই ভ্ৰূণ থেকে কোন কিছু উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে না। এবং একটি গলোম আযাদ করবে। এটি যুহরি, শাফয়েি ও অন্যান্য আলমেগণে অভিমিত। সমাপ্ত।[আল-মুগনি (১২/৮১)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। আমাদে নবী মুহাম্মদ-এর উপর আল্লাহ্ৰ রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।